

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রশাসন-২ অধিশাখা



জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নভেম্বর/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি মোঃ আনিছুর রহমান

সিনিয়র সচিব, জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সভার তারিখ ২৮-১২-২০২১

সভার সময় সকাল-১১.০০ ঘটিকা স্থান অনলাইন ভিডিও সিস্টেম

উপস্থিতি রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নভেম্বর/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৮-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত অক্টোবর/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৮-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিমুরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র ম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
٥.১	এ বিভাগের অধীন	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির	সকল শাখা/অধিশাখা/
	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ	অনিপ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন	বাজেট অধিশাখা
	অনিপ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা	যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে	ও
	হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে,	তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার	সংশ্লিষ্ট
	দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী	পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
	উল্লেখযোগ্য কোন অনিষ্পন্ন বিষয় নেই।		
	এ বিভাগের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে	(খ) এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির	
	বিএমডির নিজস্ব লোগো অনুমোদনের	জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির পরবর্তী	
	লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরেকটি প্রস্তাব	কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত	
	পাওয়া গেছে, যা শীঘ্রই নথিতে	ফলোআপ রাখতে হবে।	
	উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করা	·	
	হবে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির		
	কোন অনিষ্পন্ন বিষয় থেকে থাকলে তা		
	নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ নজর দেয়ার		
	বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
	উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এ		
	বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে		

এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির জন্য
৯,৩৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ
বিভাগে গত ১৭-১১-২০২১ তারিখে
প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঞ্চো
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে,
এলএনজি খাতে ভর্তৃকি বাবদ প্রায় ১০
হাজার কোটি টাকার চাহিদার প্রেক্ষিতে
অর্থ বিভাগ হতে ১ হাজার কোটি টাকা
বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অর্থ
বিভাগের সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
বিভাগ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।
তিনি এ জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয় ও
সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
সভাপতি বলেন যে, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও
সার খাতে ভর্তুকি বাবদ প্রায় ৭০ হাজার
কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে এবং
এর বিপরীতে মাত্র ১২ হাজার ৫০০
কোটি টাকা বরাদ রাখা হয়েছে। এডিপি
পর্যালোচনা সভায় বিষয়টি নিয়ে
আলোচনা হয়েছে। জ্বালানি খাতে ভর্তুকি
বাবদ মাত্র ৪ হাজার কোটি টাকা রাখা
হয়েছে, যার মধ্যে ২ হাজার কোটি টাকা
ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্গো
আমদানি করতে প্রায় ১৬০০ কোটি
টাকার বেশি প্রয়োজন হবে। ফলে
পরবর্তীতে এলএনজি কার্গো আমদানি
বাবদ টাকা সংস্থানের বিষয়ে অর্থ
বিভাগের সাথে আলোচনা করতে হবে।
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে,
বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাসের মূল্য
পুনঃনিধারণ করতে পারলে বিষয়টি
অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হবে।
উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে,
সামিট এলএনজি টার্মিনালের একটি
বুটির কারণে গ্যাসের চাপ কিছুটা কম
থাকার বিষয়ে গত ৩০ নভেম্বর ২০২১
তারিখে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
এছাড়া, জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ
ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে গ্যাস
সরবরাহের বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য দু:খ প্রকাশ
করে গ্যাস ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী
হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা সভায় জানান

(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করার বিষয়ে অর্থ প্রশাসন/
অপারেশন অনুবিভাগ/বাজেট/
প্রশাসন-১ অধিশাখা
ও
বিপিসি/
পেট্রোবাংলা/
সকল কোম্পানি

৩.২

চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর চলমান পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআর হতে নতুন করে আর কোন পত্র পাওয়া যায়নি। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য

নির্দেশনা প্রদান করেন। পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পত্র শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে মর্মে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ একটি সভায় জানিয়েছেন। সভাপতি অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে write-off সংক্রান্ত পত্রটি সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। যেহেতৃ অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off হয়ে গিয়েছে তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের প্রয়োজন নেই মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি জানান যে, বিপিসির চলমান একটি মামলার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি বলেন যে, আইনের সেই প্রভিশনটাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, সমন্বয়ের কোন সুযোগ নেই, যেটা একবার নির্ধারিত হবে সেটাই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু এটাতো হতে পারেনা। তাই পলিসিগতভাবে ভবিষ্যতের জটিলতা এডাতে চলমান মামলার বিষয়ে কোর্টের রায়ের প্রয়োজন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, আয়কর এর আইনও পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত একটি খসড়া এ বিভাগে পাওয়া গেছে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত আইনের খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট/হোয়ার্টসআ্যাপ গ্রপে আপলোড করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামত এ বিভাগে প্রেরণে করা হলে তা পর্যালোচনাপূর্বক এ বিভাগের মতামত হিসেবে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তৃকি নীতিমালার খসডা পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কমিটি চূড়ান্ত করেছে। পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন নিয়ে খসড়া নীতিমালাটি জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তরের

বিভাগ হতে জারিকৃত পত্র সংগ্রহপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- (গ) খসড়া আয়কর আইনের ওপর দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে আলোচনা সভা করে এ বিভাগের মতামত প্রেরণ করতে হবে।
- (ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া দুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- (ঙ) সকল
 দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset
 re-valution করে সেগুলো
 মিউটেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে
 হবে।

	বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। পেট্রোবাংলার সকল কোম্পানির ইকুটেটি খাতের টাকা ইতোমধ্যে পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভাপতি বলেন যে, সকল কোম্পানির Asset re-valution করা প্রয়োজন। Asset re-valution করলে কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ বাড়বে ও কোম্পানি বড় হবে। এর ফলে কোম্পানির ইকুটেটি বাড়ানো যাবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সারা দেশে জিটিসিএল এর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। সেগুলোর দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে মিউটেশন করার ফলে জমির ভ্যালু অনেক বেড়েছে। তাই তিনি অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset re-valution করার বিষয়েও নির্দেশনা		
9.9	পর্বার্থটোর ক্ষার্থনিবর্ত্ত নির্দেশনা ক্ষিতির্ত্তি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিক্ষোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বৃপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি সর্বসমতভাবে যথাযথ বিবেচিত হওয়ায় তা মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ পর্যায়ে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে করণীয় কিছু নেই। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
©.8	মহাপরিচালক, হাইডোকার্বন ইউনিট জানান যে, পেট্রাবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পেট্রাবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক হালনাগাদ করা না হলে হাইডোকার্বন ইউনিট হতে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ড্যাশবোর্ডের বিষয়ে বিজনেস অট্যোমেশন সংক্রান্ত অপর একটি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	ভ্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর	হাইড়োকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা অপারেশন অনুবিভাগ/
	টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) জানান যে, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) এর সাথে	ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশনের রায় বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন	পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/

লাফার্জ সরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলেট ডিভিশন হতে গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়া যায়। সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পর অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী জেজিটিডিএসএল-এর অনুকলে BERC নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল পরিশোধ এবং বকেয়া গ্যাস বিল ৯০,২৫,০৭,৪২৩/- নেকাই কোটি পটিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকা হতে ১০.০০ কোটি টাকা চলতি বিলের সাথে পরিশোধ এবং অবশিষ্ট ৮০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকার মধ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধের জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ মে/২০২১, আগস্ট/২০২১ ও নভেম্বর/২০২১ মাসে ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধ করেছে। বর্তমানে মামলাটি মহামান্য আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চে শুনানীর জন্য অপেক্ষামান আছে। অপরদিকে, জেজিটিডিএসএল ও লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ে চলমান International Arbitration মামলায় লাফার্জ জেজিটিডিএসএল বরাবর Arbitration Notice প্রেরণ করায় এবং Arbitrator নিয়োগ করায় জেজিটিডিএসএল কর্তৃক প্রথমে ঢাকাস্থ আইনী প্রতিষ্ঠানে ALLIANCE LAWS এর পার্টনার ব্যারিষ্টার মঈন গণিকে স্থানীয় কাউন্সেল আইনী প্রতিষ্ঠান Folev Hoag LLP, USA কে আন্তর্জাতিক কাউন্সেল/পরামর্শদাতা এবং Ms Sophie Nappert কে জেজিটিডিএসএল এর পক্ষে Arbitrator নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের Arbitrator এর মাধ্যমে Presiding Arbitrator হিসেবে Ms, Juliet Blanch কে নিয়োগ প্রদান করায় Arbitral Tribunal গঠিত হয়েছে এবং উক্ত Arbitration মামলা বর্তমানে চলমান আছে।

করতে হবে।

O.6

বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক. বিসিএমসিএল জানান যে. তৃতীয় চুক্তির আওতায় ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে বর্তমানে কয়লা উৎপাদন চলমান রয়েছে। চতুর্থ চ্ক্তি বিশেষ বিধান আইনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুমোদিত হওয়ার পর পারফর্মেন্স সিকিউরিটি বাবদ ব্যাংক গ্যারান্টি জমাদানের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদার বরাবর নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) ইস্য করা হয়। কিন্তু চাইনিজ ব্যাংকিং প্রসেসিংয়ে একটু সময় লেগেছে বিধায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পিজি দাখিলের সময়সীমা বদ্ধির জন্য আবেদন করে। সে প্রেক্ষিতে সার্বিক চিত্র বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্যদে উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তক চাইনিজদের প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়েছে। পর্বের ভেরিয়েশন অর্ডারে ১ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করার কথা ছিলো। কিন্তু কোভিডের কারণে কয়লা উত্তোলনে বিলম্ব হওয়ায় তারা ৫০ হাজার টনের মত উত্তোলন করে। বর্তমানে সংশোধিত ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে পূর্বের ৫০ হাজার টনের সাথে আরো ১ লক্ষ টন অর্থাৎ ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী চাইনিজরা কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ১২৬ জন স্থানীয় শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছে এবং দৃই শিফটে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এভারেজে দৈনিক ২৫০০-৩০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ১৩১০ ফেইসে পর্বে ৩ লক্ষ টন কয়লার মজুদ রয়েছে মর্মে ধারণা ছিলো। কিন্তু চাইনিজরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছে যে. উক্ত ফেইসে আরো ১ লক্ষ টন অর্থাৎ ৪ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লার মজুদ রয়েছে। ভেরিয়েশন অর্ডারের কয়লা উত্তোলনের মৃল্যুটি গতানুগতিক কয়লার মৃল্যের চেয়ে কিছটা কম হওয়াতে আর্থিকভাবেও কোম্পানির জন্য বেশ সাশ্রয়ী হবে। বিসিএমসিএল এর সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন

কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ বিএমডি/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল

	কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেন্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তদানুযায়ী উৎপাদন ও স্টোপ উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হছে। আগামী জানুয়ারি/২০২২ হতে উৎপাদন আরো বেড়ে যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিক্ফোরক দ্রব্যাদির সমস্যার বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বিক্ফোরকের বিষয়ে পূর্বে যে সমস্যা ছিলো তা ইতোমধ্যে সমাধান হয়েছে। লেবাননের বৈরুত দুর্ঘটনার পর বিক্ফোরক দ্রব্যাদির বিষয়ে সকলে সচেতনতা অবলম্বন করায় একাধিক উৎস হতে যাতে বিক্ষোরক দ্রব্যাদি নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল উল্লেখ করেন যে, লৌহ আকরিকের প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডির অবশিষ্ট কার্যক্রম দুত সম্পন্নের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল এর অনুকূলে বিএমডি হতে ইতোমধ্যে প্রভিশনাল লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে		
৩. 9	এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, পিওসিএল এর আওতায় দুটি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়কে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনের মাটি ভরাট সম্পন্ন হয়েছে এবং মেইন বিল্ডিংয়ের পিলারগুলো হয়ে গেছে। ওয়াল নির্মাণের কাজ চলছে। স্টোরেজ ট্যাংক এবং অটোগ্যাসের ট্যাংক বসানো হয়েছে। অপরদিকে, সিলেট মহাসড়কে স্থাপিতব্য হাজী মোহাম্মদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশনের অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং প্রায় ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে অটোগ্যাসের জন্য স্টোরেজ ট্যাংক বসানোর কাজ চলছে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অনাপত্তি প্রাপ্তির বিষয়টি চলমান আছে। বর্তমান কাজের পরিধি অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর মাসে মডেল ফিলিং স্টেশনটি	মুজিব বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমপিএল জানান যে, এমপিএল এর আওতায় স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনসমূহের মধ্যে মিরসরাইয়ে স্থাপিতব্য মেসার্স ফারদিন মডেল ফিলিং স্টেশনটির ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম, সীমানা প্রাচীর, অটোগ্যাস ও ফুয়েলের স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। ক্যানোপির সামান্য কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। মুজিব বর্ষের মধ্যেই ফিলিং স্টেশনটি পূর্ণাঞ্চাভাবে উদ্বোধন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অপরদিকে, পূর্বাচলের কাঞ্চনে ঢাকা বাইপাস রোডে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনের মাটি ভরাট, বিল্ডিংয়ের পিলার ও ক্যানোপির কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত মডেল ফিলিং স্টেশনটির কাজ ২৫% সম্পন্ন হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেওসিএল জানান যে, জেওসিএল এর আওতাধীনে দুটি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিতব্য মেসার্স ডিএবি ফিলিং স্টেশন ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে স্থাপিতব্য মেসার্স নাবিল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলছে। অবকাঠামো নির্মাণ, ডিসপেন্সিং ইউনিট, ক্যানোপি ও অন্যান্য পূর্ত কাজের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক। মুজিব বর্ষের মধ্যেই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিতব্য মেসার্স ডিএবি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত

> (ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অপারেশন
অনুবিভাগ/অপারেশন-১
অধিশাখা
ও
বিপিসি/
পিওসিএল/এলপি গ্যাস
লিঃ/ইআরএল

૭.৮

ব্যবস্থাপনা পরিচারক, পিওসিএল জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানকে দৈনিক প্রায় ১২০০-১৩০০ মেট্রিক টন জালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। বিমানে তেল সরবরাহের পরিমাণ এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট পূর্বের ও চলমান বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে গত ১৮-১১-২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার পর বাংলাদেশ বিমান পিওসিএল'কে ২৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বকেয়া পাওনা আদায়ে বাংলাদেশ বিমানের সাথে যোগাযোগ

অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীয়ই অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে,

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকৃন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত জেএল নং ৬৪ এ বিএস ০১ নং খতিয়ানের বিএস ২ নং দাগের (যা বন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেএল নং ৬৪ এ বিএস ২ নং খতিয়ানের বিএস ১ নং দাগে) বন বিভাগের নামে রেকর্ডকত ২০১.৯০ একর খাস জমি থেকে কমপক্ষে ১০ (দশ) একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে বিনাম্ল্যে/প্রতীকীম্ল্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর এ বিভাগ হতে একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। সার-সংক্ষেপের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে কতিপয় পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন-৩ অধিশাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। EOI এ রেসপনসিভ ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে গত ২৯-০৬-২০২১ তারিখে RFP ফরমেটপ্রেরণ করা হয়েছে। যোগ্য ০৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৩টি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৮/০৮/২০২১ তারিখে RFP ডকমেন্ট দাখিল করেছে। RFP ডকুমেন্ট মৃল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মৃল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কারিগরী মানদন্ডে উত্তীর্ণ এবং RFP ডকুমেন্টস অনুযায়ী LCS (Least Cost Selection) পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে নেগোসিয়েশন করার জন্য সুপারিশ করেছে। গত ২৪/১১/২০২১ তারিখে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি এলপি গ্যাস লিমিটেড এর ২০/১২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী সমন্বয় সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করা

অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সম্ভব হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৩.৯	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, করোনা	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-	প্রশাসন অনুবিভাগ/
	পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক হওয়ায় নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। সভাপতি দ্বি- পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম হুরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
2.50	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ায় বিভাগীয় মামলাসহ অন্যান্য সকল মামলা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের বিস্তার রোধ এবং ওজনে কারচুপি বন্ধে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিএসটিআই এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালন অব্যাহত রাখা হয়েছে। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে ডিলারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হছে। নভেম্বর,২০২১ মাসে বিপণন	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) মামলাসমূহের অবস্থা জানার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। (গ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ শাখা/অপা-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি
	কোম্পানিসমূহ অর্থাৎ পিওসিএল ৫টি, এমপিএল ৭টি এবং জেওসিএল ৩টি ফিলিং স্টেশনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিমাপে কম দেওয়ার কারণে পিওসিএল-র ২টি, এমপিএল-র ৩টি এবং জেওসিএল-এর ১টি ফিলিং স্টেশনকে সর্বমোট ২,৬৫,০০০ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয় এবং এমপিএল'র ১টি ফিলিং স্টেশনকে মামলা প্রদান করা হয়। এছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন সময়ে পদ্মার ৩টি, মেঘনার ৩টি ও যমুনার ২টি ফিলিং স্টেশনে কোন অনিয়ম পাওয়া যায়নি। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, ভেজাল তেল বন্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।	(ঘ) বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	

সভাপতি বলেন যে, ইতোমধ্যে বিইআরসি কর্তৃক ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সোর্স হতে অভিযোগ এসেছে যে, কোথাও কোথাও নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে ভোক্তা পর্যায়ে সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে। বর্তমানে বিইআরসি সৌদি আরামকো CP (Contract Price)'র ওপর ভিত্তি করে এলপিজির মৃল্য নির্ধারণ করে থাকে। তাই নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে যাতে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করতে না পারে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে পত্র প্রদানের বিষয়ে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। যে সকল কোম্পানির ই-দরপত্রের সংখ্যা কম হয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.১১	এপিএ বাস্তবায়নে	(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক	এপিএ টিম
0.55	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট	কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে	હાં વધા હવ
	বিষয়ে সর্মের সভায় জানানো হয়।	ক্ষমজ্জাধন চ্যুক্ত বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে।	ভ দপ্তর/সংস্থা/
	ররেংখ মনে সভার জানানো হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে,	1 1144164 9714 509 501	প ওয়/সংখ্য কোম্পানি
	২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ চুক্তির	 খে) এপিএ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে	CASISSIIIN
	অবিশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে	্ব) আগত্র ব্যবহান সুতুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গঠিত	
	এনআইএস, ই-গভর্নান্স ও উদ্ভাবন,		
		মনিটরিং কমিটি কর্তৃক	
	জিআরএস, আরটিআই ও সিটিজেন চার্টারের ওপর ৩০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে।	সরেজমিনে পরিদর্শন অব্যাহত	
	·	রাখতে হবে।	
	এ পাঁচটি সূচকের প্রতিটির বিপরীতে		
	আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।		
	যেহেতু বর্তমান এপিএ ইন্টিপ্রেটেড		
	এপিএ তাই ফাইভ টুলসের ফোকাল		
	পয়েন্টগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সভাপতি		
	বলেন যে, এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে		
	সকলকে তৎপর হতে হবে। উপসচিব		
	(প্রশাসন-২) উল্লেখ করেন যে, এপিএ		
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য		
	এপিএ টিম নিয়মিত সভা করে যাচ্ছে।		
	এছাড়া, এপিএ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে		
	সম্পাদনের লক্ষ্যে ৭টি মনিটরিং টিম		
	গঠন করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক		
	হওয়ায় মনিটরিং টিম সরেজমিনে		
	পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছে।		
	সভাপতি সরেজমিনে মনিটরিং কার্যক্রম		
	অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান		
	করেন।		
<i>৩.১</i> ২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-২
	বাস্তবায়ন:	খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন,	অধিশাখা
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২০২১' এর খসড়াটির পরবর্তী	ઉ
	বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব	কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত	পেট্রোবাংলা
	(প্রশাসন-২) সভায় জানান যে,	ফলোআপ রাখতে হবে।	
	বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ	(
	কর্পোরেশন আইন, ২০২১' এর খসড়ার		
	বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক		
	বিভাগ হতে ইতোমধ্যে ভেটিং পাওয়া		
	গেছে। ভেটিংকৃত খসড়া আইনটি		
	মল্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত		
	গত ২৬-১২-২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ		
	বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি		
	বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য		
	নির্দেশনা প্রদান করেন।		

0.50 সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এ পাইপলাইন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমহের মধ্যে টিজিটিডিসিএল এর অবৈধ গ্যাস সংযোগের পরিমাণ সর্বোচ্চ। এ বিশাল

বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ কমিটির সভা প্রতিমাসে অনষ্ঠিত হচ্ছে। সংখ্যক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য টিজিটিডিসিএল কর্তৃপক্ষকে আরো কো-অপারেটিভ হওয়া প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। জোন ভাগ করে বেশি বেশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। তিতাস গ্যামের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ৭ হাজার কোটি টাকা। সভাপতি বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবত যে সকল প্রতিষ্ঠান গ্যামের বকেয়া পরিশোধ করছে না তাদেরকে একটি ম্যাসেজ দিয়ে দুত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্র প্রাপ্তির পর বকেয়া পরিশোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, অবৈধ সংযোগ দেয়ার সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বির্দ্ধে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করতে হবে। চেয়ারম্যান. পেট্রোবাংলা বলেন যে, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পাশাপাশি গ্যাস আইন অনুযায়ী মামলাও রুজু করতে হবে। তাহলে এর প্রবণতা অনেকাংশে কমে আসবে। সভাপতি বকেয়া আদায়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আগামী মার্চ/২০২২ এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের বকেয়ার পরিমাণ শন্যের কোটায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি

নির্দেশনা প্রদান করেন।

- (ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
- (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
- (গ) ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে আগামী মার্চ/২০২২ এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমহের বকেয়ার পরিমাণ শন্যের কোটায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্রান্থিত করতে হবে।
- (ঘ) ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তুলনামলক চিত্র প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
- (৬) সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বান্থিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

অপারেশন অনবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

৩.১৪ বিবিধ আলোচনা:

অফশোরে গ্যাস কূপ খননের লক্ষ্যে মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, TGS-Schlumberger JV ২০২২

Schlumberger JV ২০২২
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে First
Phase এর কর্মকান্ড হিসেবে
সমুদ্রাঞ্চলে ১৩,৬০০ লাইন কিলোমিটার
২ডি মাল্টি-ক্লায়েন্ট সাইসমিক সার্ভে শুরু
করবে মর্মে জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে
অপর একটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা
হয়েছে। তাই বিষয়টি সমন্বয় সভায়
রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। গ্যাস
উত্তোলন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের
অগ্রগতি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন
প্রস্তুতপূর্বক পেট্রোবাংলা হতে প্রেরণ
করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান
করেন।

সভায় জানানো হয় যে, দেশের বিভাগ/জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রস্তুতপূর্বক দুত এ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম বিপিসি পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় দুত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

হাইড়োকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২২-১১-২০২১ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যৎ. জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে কোন জ্বালানিতে কতগলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। জ্বালানি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ জাতীয় তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি বর্ণিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, হাইড়োকার্বন ইউনিট'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(ক) গ্যাস উত্তোলন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক দুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রস্তুতপূর্বক দুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) কোন্ জ্বালানিতে কতপুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। উন্নয়ন অনুবিভাগ/অপারেশন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/ হাইড়োকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

-Cupander

মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.৫০৬

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২৮

২৮ ডিসেম্বর ২০২১

সদয় অবণতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয্):

- ১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
- ২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
- ৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ৪) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
- ৫) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
- ৮) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
- ৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
- ১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
- ১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
- ১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ১৩) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
- ১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান

উপসচিব